[redacted]

[redacted]

৩০ বছর আগের প্রতিশোধ নিলো ইংল্যান্ড

৩০ বছর আগে ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল পাকিস্তান। সেই প্রতিশোধ নিলো মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ইংল্যান্ড। দুই দলের সর্বোচ্চ চেষ্টার লড়াইয়ে শেষ হাসি হেসেছে ইংলিশরা। একইসঙ্গে জিতেছে টি-২০ বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপা।
প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৩৭ রান সংগ্রহ করেছিল পাকিস্তান। জবাবে, ৬ বল হাতে রেখেই ৫ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছায় ইংল্যান্ড।
৩০ বছর আগের সেই গ্রাউন্ডে এগোনোর প্রচেষ্টা ব্যার্থ করে দিল ইংলিংশরা।

ফাইনালের আগে সবকিছুর সঙ্গে মিল রেখে এগিয়েছিল বাবর আজমের দল। তবে শেষ দানে সব উল্টে দিয়েছেন জস বাটলার-বেন স্টোকসরা।

ইংল্যান্ডের হয়ে রান তাড়া করতে নামেন জস বাটলার ও অ্যালেক্স হেলস। প্রথম ওভারের শেষ বলে হেলসকে বোল্ড করেন শাহিন আফ্রিদি। প্রথম ওভারের ধাক্কা সামলে দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন বাটলার ও ফিলিপ সল্ট।

ইনিংসের চতুর্থ ওভারে আক্রমণে এসেই উইকেট নেন হারিস রউফ। তার বলে ইফতিখার আহমেদের তালুবন্দী হন ১০ রান করা সল্ট। একপ্রান্ত আগলে রাখার পাশাপাশি পাল্টা আক্রমণে দলকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন বাটলার। তাকেও ফেরান হারিস, ইংলিশ অধিনায়ক আউট হন ২৬ রানে।

দলীয় ৪৫ রানে তিন উইকেট হারিয়ে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায় ইংল্যান্ড। তবে সেখান থেকে পরিস্থিতি দারুণভাবে সামাল দেন বেন স্টোকস ও হ্যারি ব্রুক। এই দুই ব্যাটার ক্রমেই ম্যাচ ইংল্যান্ডের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন।

তবে ম্যাচে হাল ছাড়েনি পাকিস্তান। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিজের শেষ ওভারে এসে ব্রুককে আউট করেন শাদাব খান। ২০ রানে এই

ইংলিশ ব্যাটার ফিরলে ভাঙে স্টোকসের সঙ্গে তার ৩৯ রানের জুটি।

এরপর অবশ্য পাকিস্তানকে আর সুযোগ দেননি মঈন আলী ও স্টোকস। ব্যক্তিগত ১৯ রানে মঈন যখন ফেরেন, জয় থেকে মাত্র ৬ রান দূরে ছিল ইংল্যান্ড। মোহাম্মদ ওয়াসিমের বলে বেন স্টোকস সিঙ্গেল নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলিশদের শিরোপা জয় নিশ্চিত হয়।

এ ম্যাচে ৪৯ বলে ৫২ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন স্টোকস। পাকিস্তানের হয়ে রউফ দুটি এবং শাহিন, শাদাব ও ওয়াসিম একটি করে উইকেট শিকার করেন।

এর আগে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইংলিশ দলপতি জস বাটলার। পাকিস্তানের হয়ে বাবর আজমের সঙ্গে যথারীতি ইনিংস উদ্বোধনে নামেন মোহাম্মদ রিজওয়ান।

প্রথম চার ওভার কোনো উইকেট না হারিয়েই কাটিয়ে দেন বাবর ও রিজওয়ান। পঞ্চম ওভারে প্রথম আঘাত হানে ইংল্যান্ড। ১৫ রান করা রিজওয়ানকে বোল্ড করেন স্যাম কুরান। মোহাম্মদ হারিস এদিন ৮ রানের বেশি করতে পারেননি। তাকে ফেরান বেন স্টোকস।

৪৫ রানে দুই উইকেট হারানোর পর ৩৯ রানের জুটি গড়েন বাবর আজম ও শান মাসুদ। আদিল রশিদের অবিশ্বাস্য ক্যাচে পরিণত হয়ে বাবর ফিরলে ভাঙে এ জুটি। পাকিস্তান অধিনায়ক করেন ৩২ রান।

স্টোকসের দ্বিতীয় শিকার হওয়া ইফতিখার আহমেদ আজ রানের খাতাই খুলতে পারেননি। এরপর দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন শান মাসুদ ও শাদাব খান। কুরানের বলে ৩৮ রান করা শান ফিরলে ভাঙে দুজনের ৩৬ রানের জুটি।

শান আউট হওয়ার পরপরই আউট হন শাদাব। তিনি ২০ রান করেন। শেষদিকে পাকিস্তানের ব্যাটাররা ছিলেন আসা যাওয়ার মাঝে। আর কেউই দুই অংকের ঘরে রান করতে পারেননি।

শেষদিকে ৩ বলে ৫ রানের ছোট্ট ক্যামিও খেলেন শাহিন আফ্রিদি। ইংল্যান্ডের হয়ে স্যাম কুরান তিনটি, আদিল রশিদ ও ক্রিস জর্ডান দুটি এবং বেন স্টোকস একটি উইকেট শিকার করেন।

[redacted] [redacted]
[redacted]*[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে প্রস্তুতিমূলক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সংগঠক ইউসুফ আলী, ক্রীড়া শিক্ষক সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সাবেক মেম্বার ইকরামুল হোসেন, ক্রীড়া সংগঠন নুরুল ইসলাম, ইকরামুল হক, শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, নুর কুতুব উল আলম, মিজানুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেন, বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, সাধারণ সম্পাদক সাদেক আলী বিশ্বাস পাখি, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক মোমিনুল হক, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, শিক্ষক ফারুক হোসেন, রাজ হোসেন, জান মোহাম্মদ, আমিনুল ইসলাম, জামিরুল ইসলাম, সহিদ আজম সদু, তুষার, তামিম, আরশেদ আলী, বিজয় তন্ময় সরকার প্রমুখ।

প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী কে আহ্বায়ক করে ৫১সদস্য বিশিষ্ট টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

ফাইনালে জয় পেতে পাকিস্তানের সম্ভাব্য একাদশ

হাঁটি হাঁটি পা পা করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখন শেষের পথে। সামনে মাত্র একটি ম্যাচ। তাতেই নির্ধারণ হবে ক্রিকেটের খুদে সংস্করণের এবারের সিংহাসন যাবে কার দখলে?

শিরোপায় চুমু খাবেন কে? বাবর আজম নাকি জস বাটলার?

সেটা জানতে চাতক পাখির ন্যায় প্রহর গুণছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। শুধু পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড সমর্থকরাই নন; গোটা ক্রিকেটবিশ্বের চোখ এখন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে।

সেখানের ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড।

খুড়িয়ে খুড়িয়ে ফাইনালে ওঠা পাকিস্তান এখন জয়ের বিকল্প ভাবছেই না। শিরোপা নিয়েই ঘরে ফিরতে চান বাবর আজম।

সেই ভাবনায় ইংল্যান্ড দলকে কাবু করতে সম্ভব হলে ১১জন অলরাউন্ডার নিয়ে নামতে চান বাবর আজম।

গত ম্যাচে ভারতীয় বোলারদের দুই ইংলিশ ওপেনার যেভাবে তুলোধোনা করেছেন, তাতে দুশ্চিন্তা বেড়েছে পাকিস্তান দলে।

তবে পাকিস্তানের পেস আক্রমণ সবচাইতে শক্তিশালী। তাই ইংল্যান্ডকে কম রানে বেধে ফেলতে শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ ও নাসিম শাহের বিকল্প দেখছেন না বাবর আজম।

দুই স্পিন অলরাউন্ডার শাদাব খান ও মোহাম্মদ নওয়াজও থাকছেন নিশ্চিত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন পেস অলরাউন্ডার মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র।

ব্যাটিংয়ে বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান ভিত গড়ে দিতে পারলে কেল্লাফতে। তবে তারা ব্যর্থ হলে সে দায়িত্ব কাঁধে নেবেন মোহাম্মদ হারিস, শান মাসুদ ও ইফতেখার আহমেদ।

এক কথায় সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয়ের একাদশে কোনো পরিবর্তন না আসার সম্ভাবনাই বেশি।

পাকিস্তান দলের সম্ভাব্য একাদশ

মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ হারিস, শান মাসুদ, ইফতিখার আহমেদ, শাদাব খান, মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ ও নাসিম শাহ।

বিনা উইকেটে ভারতকে গুড়িয়ে ফাইনালে ইংল্যান্ড

লড়াই হওয়ার কথা ছিল সমানে-সমান। টূর্ণামেন্টের শুরু থেকেই দারুণ ফর্মে ছিল দুই দল। ক্রিকেট প্রেমি মানুষের রোমাঞ্চের অপেক্ষা ছিল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের জন্য। কিন্তু হলো না কিছুই।

আজ বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেইড ওভালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতকে ১০ উইকেটে গুড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। সেমিফাইনাল শুরুতেই বোলিংয়ে দাপট দেখালো ইংল্যান্ড, পরে ব্যাটিংয়েও। মাঝে থাকলেন কেবল হার্দিক পান্ডিয়া, কিন্তু ব্যবধান গড়ে দিতে পারলেন না তিনি। পাত্তাই পেল না ভারত, ইংল্যান্ড পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের ফাইনালে।

আগে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান করে ভারত। ওপেনিং জুটিতে রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুল মাত্র ৯ রান সংগ্রহ করে। এর মধ্যে লোকেশ রাহুল ৫ বলে ৫ রানে আউট হন। লোকেশ রাহুলকে ক্যাচ আউটে শিকার করেন ক্রিস উকস। রোহিত শর্মা ২৮ বলে ২৭ রানে আউট হন। ক্রিস জর্ডান তাকে ক্যাচ আউটে শিকার করেন। ভিরাট কোহলি ব্যাট করতে নেমে ৪০ বলে ৫০ রান করে ক্রিস জর্ডান তাকে সাজ ঘরে পাঠান। সূর্য কুমার যাদব ১০ বলে ১৪, হার্ডিক পান্ডিয়া ৩৩ বলে ৬৩ ও পান্ড ৪ বলে ৬ রান করে ৬ উইকেটে হারিয়ে ১৬৮ রান করেন।

খেলায় ক্রিচ জর্ডান ৩ উইকেট নিয়ে ৪ ওভারে ৪৩ রান দেন। আদিল রাশিদ ৪ ওভার বল করেন। তিনি ২০ রান খরচা করে নেন ১ টি উইকেট। ক্রিস উইকেট ৩ ওভারে ২৪ রান দিয়ে সংগ্রহ করে ১ টি উইকেট, এছাড়া রান আউট।

জবাব দিতে নেমে ২৪ বল আগেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংলিশরা। খেলায় ইংলিশের দুই ওপেনার জস বাটলার ও আলেক্স হেলস বিনা উইকেটে ১৬ ওভার খেলে জয়ের লক্ষে পৌছে যায়। জস বাটলার ৪৯ বলে ৮০ রান ও আলেক্স হেলস ৪৭ বলে ৮৬ রান করেন।

আগামী রোববার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

[redacted]

[redacted]

বিনা উইকেটে ৫৫ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।

সপ্তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন স্পিনার মিচেল স্যান্টনার। ওভারের পঞ্চম বলে চার মারেন বাবর আজম। শেষ বলে রিভিউ নিয়েও ব্যর্থ হন কিউই অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। এই ওভারে ৮ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। ইনিংসের অষ্টম ওভারে বোলিংয়ে আসেন ইস সোধি। শেষ পাঁচ বলে পাঁচ সিঙ্গেল নিয়ে ওভার শেষ করে পাকিস্তান। নবম ওভারের ফের বোলিংয়ে আসেন মিচেল স্যান্টনার। এই ওভারে ৭ রান দেন তিনি। দশম ওভারের পঞ্চম বলে সোধিকে চার মারেন বাবর। শেষ বলে ২ রান নিয়ে ওভার শেষ করে পাকিস্তান। এই ওভারে ১২ রান দেন ইস সোধি। ১০ ওভার শেষে বিনা উইকেটে ৮৭ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।

১১ তম ওভারে জিমি নিশামের চতুর্থ বলে চার মারেন বাবর। ওভারের শেষ বলে দুই রান নিয়ে ৩৮ বলে নিজের অর্ধশতক পূরণ করেন বাবর আজম। বিশ্বকাপে এটিই তার প্রথম ফিফটি। ১২ তম ওভারের চতুর্থ বলে সিঙ্গেল নিয়ে ১০০ রানের জুটি পূর্ণ করেন বাবর ও রিজওয়ান।

ইনিংসের ১৩ তম ওভারের চতুর্থ বলে উড়িয়ে মারতে গিয়ে লং অনে দাঁড়িয়ে থাকা ড্যারিল মিচেলের হাতে ধরা পড়েন বাবর আজম। দলীয় ১০৫ রানে ৪২ বলে ৫৩ রান করে আউত হন তিনি। এরপর ওভারের শেষ বলে চার মেরে ওভার শেষ করেন ক্রিজে আসা মোহাম্মদ হারিস। শেষ ৭ ওভারে জয়ের জন্য ৪৪ রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের।

১৪ তম ওভারের চতুর্থ বলে সিঙ্গেল নিয়ে ৩৬ বলে নিজের অর্ধশতক পূরণ করে মোহাম্মদ রিজওয়ান। শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে ওভার শেষ করেন হারিস। ৩৬ বলে ৫০ রান করে ক্রিজে আছেন রিজওয়ান। ১৫ তম ওভারে বোলিংয়ে এসে ৯ রান দেন মিচেল স্যান্টনার। শেষ ৫ ওভারে ৩১ রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের।

ইনিংসের ১৬ তম ওভারে নিজের তৃতীয় ওভার করতে আসেন টিম সাউদি। এই ওভারে ৫ রান দেন সাউদি। ১৭ তম ওভারে প্রথম পাঁচ বলে ৫ রান দেন ট্রেন্ট বোল্ট। ওভারের শেষ বলে আউট হন রিজওয়ান। দলীয় ১৩২ রানে ৪৩ বলে ৫৭ রান করে সাজঘরে ফিরে যান তিনি। শেষ তিন ওভারে ২১ রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের।

ইনিংসের ১৮ তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন লকি ফার্গুসন। রিজওয়ানের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন শান মাসুদ। ওভারের চতুর্থ বলে চার মারেন মোহাম্মদ হারিস। এর পরের বলে ছক্কা হাঁকান তিনি। শেষ বলে

সিঙ্গেল নিয়ে ওভার শেষ করেন হারিস। শেষ দুই ওভারে ৮ রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের।

১৯ তম ওভারের প্রথম পাঁচ বলে ৬ রান নিয়ে শেষ বলে আউট হন হারিস। জয় থেকে ২ রান দূরে থাকতে দলীয় ১৫১ রানে ২৬ বলে ৩০ রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি। এরপর ২০ তম ওভারের প্রথম বল ওয়াইড করলে ম্যাচ টাই হয়ে যায়। ৬ বলে ১ রান প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের। পরের বলে ১ রান নিয়ে পাকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন শান মাসুদ। ফলে ৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বড় জয়ে ফাইনালে পা রাখলো পাকিস্তান।

কিউই বোলারদের ওপর চড়াও পাকিস্তানের দুই ওপেনার

টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ১৫৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে পাকিস্তান। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫২ রান সংগ্রহ করে কিউইরা।

১৫৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের প্রথম বলেই বোল্টকে চার মারেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। প্রথম ওভারে ৭ রান তুলে পাকিস্তান। এরপর দ্বিতীয় ওভারে মাত্র ২ রান নেয় পাকিস্তানের দুই ওপেনার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান।

ইনিংসের তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে বোল্টকে চার মারেন বাবর আজম। এরপর সিঙ্গেল নিয়ে রিজওয়ানকে স্ট্রাইক দেন বাবর। ওভারের তৃতীয় বলে চার মারেন রিজওয়ান। পরের বলে দুই রান নিয়ে শেষ বলে চার মেরে ওভার শেষ করেন রিজওয়ান। ৩ ওভারে বিনা উইকেটে ২৪ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।

চতুর্থ ওভারে বোলিংয়ে আসেন লকি ফার্গুসন। ওভারের প্রথ বলেই চার মারেন বাবর আজম। পরের বলে থার্ডম্যানে ঠেলে দিয়ে দুই রান নেন তিনি। পরের বলে আবারও থার্ডম্যানে ঠেলে এক রান নেন বাবর। ওভারের পঞ্চম বলে সিঙ্গেল দিয়ে শেষ বল ডট দিয়ে ওভার শেষ করেন ফার্গুসন।

ইনিংসের পঞ্চম ওভারে টিম সাউদির প্রথম দুই বলে পর পর দুই চার মারেন রিজওয়ান। তৃতীয় বলে সিঙ্গেল নেন রিজওয়ান। চতুর্থ বল ডট দিয়ে পঞ্চম বলে চার মারেন বাবর। শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে ওভার শেষ করেন তিনি।

পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে ফের বোলিংয়ে আসেন লকি ফার্গুসন। ওভারের চতুর্থ বলে পুল করতে গিয়ে টপ এডজ হয়ে চার আসে বাবরের ব্যাট থেকে। শেষ দুই বলে সিঙ্গেল নিয়ে ওভার শেষ করে পাকিস্তান। ৬ ওভার শেষে বিনা উইকেটে ৫৫ রান সংগ্রহ করেছে পাকিস্তান। মোহাম্মদ রিজওয়ান ১৭ বলে ২৮ ও বাবর আজম ১৯ বলে ২৫ রান করে ক্রিজে আছেন।

গাংনীতে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো যুুবক

গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো কলেজ ছাত্র গিয়ে তামিম রেজা (২০)।

তামিম করমদী গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকার নাসির উদ্দীনের ছেলে ও স্থানীয় করমদি ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।
মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে করমদী গ্রামে জহরুল ইসলাম, আশিক, উবায়দা, শাকিবসহ অন্যান্যদের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে তামিমের মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, তামিম ব্যাডমিন্টন খেলার সময় অসুস্থ্য হয়ে কোর্টেই হঠাৎ লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সন্ধানী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার নুরে আলম জানান, স্ট্রোক জনিত কারণে তামিমের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, আমজাদ হোসেন, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন আব্দুস সবুর ও তরিকুল ইসলাম আলো। ধারাভাষ্যে ছিলেন উদিয়মান ধারাভাষ্যকার শামীম খাঁন, রাশেদ ও আজমল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন তরফদার নিশান। খেলাটি স্পন্সর করেছেন স্টুডেন্টস কর্ণার।